বিমান-নিরাপত্তা বিরোধী অপরাধ দমন আইন, ১৯৯৭

(১৯৯৭ সনের ১৭ নং আইন)

বিমানের নিরাপত্তা হানিকর অপরাধ দমন ও কতিপয় কার্যকলাপ সংক্রান্ত টোকিও কনভেনশন, হেগ কনভেনশন ও মন্ট্রিল কনভেনশনের বিধানাবলীকে কার্যকর করার নিমিত্ত প্রণীত আইন৷

যেহেতু বিমানের নিরাপত্তা হানিকর অপরাধ দমন এবং এতদসংক্রান্ত কতিপয় কার্যকলাপ সংক্রান্ত টোকিও কনভেনশন, হেগ কনভেনশন ও মন্ট্রিল কনভেনশনে বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত কনভেনশনগুলির বিধানাবলীকে কার্যকর করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

১৷ (১) এই আইন বিমান-নিরাপত্তা বিরোধী অপরাধ দমন আইন, ১৯৯৭ নামে অভিহিত হইবে৷

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকরী হইবে৷

সংজ্ঞা

২৷ (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) “কনভেনশনভুক্ত দেশ” অর্থ যে দেশে টোকিও কনভেনশন, হেগ কনভেনশন বা মন্ট্রিল কনভেনশন আপাততঃ বলবত্ আছে;

(খ) “টোকিও কনভেনশন” অর্থ ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে টোকিওতে সম্পাদিত Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft;

(গ) “বাংলাদেশী বিমান” অর্থ এমন একটি বিমান যাহা-

(অ) বাংলাদেশে নিবন্ধনকৃত; অথবা

(আ) আপাততঃ কোন দেশে নিবন্ধনকৃত না থাকা সত্ত্বেও উহার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বা উহাতে আইনানুগ অধিকারসম্পন্ন বা সুবিধা লাভের অধিকারসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তি-

(১) বাংলাদেশে নিবন্ধনকৃত কোন বিমানে আইনানুগ অধিকার বা সুবিধা লাভের অধিকার অর্জনের যোগ্যতা রাখেন; অথবা

(২) বাংলাদেশে বাস করেন বা তাঁহার বা উহার প্রধান কর্মস্থল বাংলাদেশে অবস্থিত; অথবা

(ই) বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশে নিবন্ধনকৃত, কিন্তু উহা এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের দ্বারা এককভাবে ভাড়ায় ব্যবহারের জন্য চুক্তিবদ্ধ (Chartered) যে উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের প্রত্যেক উপ-দফা (আ) এর অনুচ্ছেদ (১) ও (২) এর শর্ত পূরণ করেন;

(ঘ) "বিমান" অর্থ, সামরিক বাহিনী, সীমান্ত রক্ষী, উপকূল রক্ষী, পুলিশ বাহিনী বা শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাজে ব্যবহৃত আকাশযান (Aircraft) ব্যতীত, বাংলাদেশে বা অন্য কোন দেশে বা বাংলাদেশের বাহিরে নিবন্ধনকৃত যে কোন আকাশযান;

(ঙ) "বিমান-অধিনায়ক" অর্থ বিমানের এমন একজন ক্রু-সদস্য যিনি বিমানের অধিনায়ক হিসাবে নিয়োজিত; বিমান-অধিনায়কের অনুপস্থিতি বা দায়িত্ব পালনে অপারগতার ক্ষেত্রে বিমান অধিনায়কের দায়িত্ব পালনরত পাইলটও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(চ) "ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ" অর্থ কোন বিমানের ক্ষেত্রে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে যে ব্যক্তি বা সংস্থা উক্ত বিমানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকেন;

(ছ) "মন্ট্রিল কনভেনশন" অর্থ ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে মন্ট্রিলে সম্পাদিত Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation;

(জ) "যথাযথ কর্তৃপক্ষ" অর্থ-

(অ) বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, কোন ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা বা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যথাযথ কর্তৃপক্ষ হিসাবে সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষিত কোন কর্মকর্তা; এবং

(আ) কনভেনশনভুক্ত কোন দেশের ক্ষেত্রে, সেই দেশের ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা বা উক্ত দেশ কর্তৃক টোকিও কনভেনশন বা হেগ কনভেনশন বা মন্ট্রিল কনভেনশনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যথাযথ কর্তৃপক্ষ হিসাবে ঘোষিত অন্য কোন ব্যক্তি;

(ঝ) "সামরিক বিমান" অর্থ যে কোন দেশের স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী বা বিমান বাহিনীর কোন আকাশযান এবং এমন কোন আকাশযান যাহা উক্ত বাহিনীর কোন নির্দিষ্ট কাজে উহার কোন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়;

(ঞ) কোন বিমানের ক্ষেত্রে, "সার্ভিসে থাকা" অর্থ কোন নির্দিষ্ট বিমান যাত্রার উদ্দেশ্যে বিমান বন্দরের কর্মীগণ (Ground Staff) বা বিমানের ক্রু-সদস্যগণ যে

সময়ে প্রস্তুতি লওয়া শুরু করেন সেই সময় হইতে উক্ত যাত্রা শেষে 'বিমান'টির অবতররে পর ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টা সময়, এবং উক্ত সময়ের মধ্যে উহার উড্ডয়নে থাকার সময়ও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ট) "হেগ কনভেনশন" অর্থ ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে হেগে সম্পাদিত Convention for Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft;

(ঠ) কোন দেশ, রাষ্ট্র বা উহার সীমানাভুক্ত এলাকার উল্লেখ থাকিলে, এইরূপ উল্লেখে উক্ত রাষ্ট্রের সমুদ্র সীমানা (Territorial Waters), যদি থাকে, এবং উহার আকাশ সীমা অন্তর্ভুক্ত হইবে, এবং উড্ডয়নে থাকা কোন বিমানের উল্লেখ থাকিলে, উক্ত উল্লেখে ঐ সময়ে সেই দেশের রাষ্ট্রীয় সীমানা বহির্ভূত অন্য কোন এলাকার আকাশসীমায় বিমানটির সেইরূপ অবস্থানও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন বিমানে "উড্ডয়ন অবস্থা" বা "উড্ডয়নে থাকা" বলিতে নিম্নবর্ণিত সময় অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

(ক) উক্ত বিমানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের আরোহন অন্তে বিমানটির বহিঃদরজা বন্ধ করার পর হইতে উহার অবতরণের পর উক্ত দরজা খোলার জন্য প্রয়োজনীয় সময়; এবং

(খ) কোন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির কারণে বাধ্যতামূলক অবতরণের (Force landing) ক্ষেত্রে, বিমানের অবতরণ স্থানে যথাযথ কর্তৃপক্ষের উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত সময় বা ক্ষেত্রমত উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিমানের সকল আরোহী এবং উহাতে অবস্থিত সকল বস্তুসহ বিমানটির দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সময়।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সাধারণ বিধানাবলী

বিমান-অধিনায়কের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

৩। (১) কোন বিমান উড্ডয়নে থাকাকালে বিমান অধিনায়কের যদি এই মর্মে বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে,-

(ক) উহার আরোহী কোন ব্যক্তি এমন কোন কাজ করিয়াছেন বা করিতে উদ্যত হইয়াছেন যাহা উক্ত বিমান বা উহাতে অবস্থিত কোন বস্তু বা উহার অন্যান্য আরোহীর নিরাপত্তাহানী করিয়াছে বা করিতে পারে, বা উহার সুপরিবেশ ও শৃংখলাহানী করিয়াছে বা করিতে পারে, অথবা

(খ) উহার আরোহী কোন ব্যক্তি এমন কোন কাজ করিয়াছেন যাহা, বিমানটির নিবন্ধনকারী দেশের ধর্ম, বর্ণ বা জাতিগত বৈষম্যমূলক আইন বা রাজনৈতিক প্রকৃতির আইন ব্যতীত, অন্যান্য আইনের অধীনে একটি অপরাধ,

তাহা হইলে বিমান অধিনায়ক, এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, উক্ত আরোহীর উপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করিতে পারিবেন বা তাহাকে আটক করাসহ তাহার সম্পর্কে অন্য যে কোন যুক্তিসংগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) অনুসারে কোন ব্যক্তির উপর বাধানিষেধ আরোপ বা তাহাকে আটক করার উদ্দেশ্যে বিমান-অধিনায়ক তাহাকে সহায়তা করার জন্য বিমানটির অন্য যে কোন ক্রু-সদস্যকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে এবং যে কোন আরোহীকে প্রয়োজনীয় অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং উক্ত নির্দেশ বা অনুরোধ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) বিমানটির কোন ক্রু-সদস্য বা আরোহীর যদি এইরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, বিমানটির বা উহার কোন আরোহী বা উহাতে অবস্থিত কোন বস্তুর নিরাপত্তা রক্ষার জন্য তাত্ক্ষণিকভাবে কোন কাজ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে উক্ত ক্রু-সদস্য বা আরোহী, উপ-ধারা (২) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্তি ব্যতিরেকেই, উক্ত কাজ করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারার অধীনে কোন আরোহীর উপর বাধানিষেধ আরোপ বা তাহাকে আটকের পর প্রথম যখন বিমানটির উড্ডয়ন অবস্থার সমাপ্তি ঘটে তখনই উক্ত বাধানিষেধ বা আটকাবস্থার সমাপ্তি ঘটিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিমান-অধিনায়ক যদি উড্ডয়ন অবস্থা সমাপ্তি স্থানের উপর এখতিয়ারসম্পন্ন বা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে উপ-ধারা (৬) অনুসারে উক্ত বাধানিষেধ আরোপ বা আটক সম্পর্কে অবহিত করিতে না পারেন, অথবা ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট আরোহীকে উপ-ধারা (৫) এর অধীনে নামাইয়া দিতে বা সমর্পণ করিতে না পারেন, অথবা উক্ত আরোহী বাধানিষেধ আরোপিত বা আটকাবস্থায় উক্ত বিমানে তাহার যাত্রা অব্যাহত রাখিতে সম্মত হন, তাহা হইলে উড্ডয়ন অবস্থার সমাপ্তি ঘটিবে না।

(৫) কোন আরোহী সম্পর্কে যদি বিমান-অধিনায়কের এইরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে,-

(ক) বিমানে উপ-ধারা (১) (ক)- তে বর্ণিত অবস্থা বিরাজমান এবং সে কারণে উক্ত আরোহীকে বিমান হইতে নামাইয়া দেওয়া প্রয়োজন তাহা হইলে তিনি উক্ত আরোহীকে বিমান হইতে যে কোন দেশে নামাইয়া দিতে পারিবেন;

(খ) উক্ত আরোহী উপ-ধারা (১)(খ) তে বর্ণিত অপরাধ করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহাকে টোকিও কনভেনশনভুক্ত দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সমর্পণ করিতে পারিবেন।

(৬) বিমান হইতে কোন আরোহীকে কোন দেশে নামাইয়া দেওয়ার বা সমর্পণ করার ক্ষেত্রে, বিমান-অধিনায়ক উক্তরূপ নামাইয়া দেওয়া বা সমর্পণের ইচ্ছা এবং কারণ সম্পর্কে, যথাশীঘ্র এবং সম্ভব হইলে বিমান অবতরণের পূর্বেই, নিম্নবর্ণিত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন, যথা:-

(ক) নামাইয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে, যে দেশে নামাইয়া দেওয়া হইবে সেই দেশের এখতিয়ার সম্পন্ন বা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে;

(খ) সমর্পণের ক্ষেত্রে, টোকিও কনভেনশনভুক্ত যে দেশে সমর্পণ করা হইবে সেই দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষকে; এবং

(গ) উক্ত আরোহী যে দেশের নাগরিক সেই দেশে নামাইয়া না দেওয়া বা সমর্পণ না করার ক্ষেত্রে, উক্ত দেশের দূতাবাস বা কনসুলার অফিসকে, যাহা অবতরণ স্থানের নিকটতম হয়।

টোকিও কনভেনশনভুক্ত দেশের বিমান অধিনায়ককে বিমান অবতরণ ইত্যাদির সুবিধা প্রদান

৪। যদি টোকিও কনভেনশনভুক্ত দেশে নিবন্ধনকৃত কোন বিমানের বিমান-অধিনায়ক বাংলাদেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষকে এই মর্মে অবহিত করেন যে, তিনি ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীনে কোন আরোহীকে বাংলাদেশে নামাইয়া দিতে বা সমর্পণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ-

(ক) বাংলাদেশে উক্ত বিমান অবতরণের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগের ব্যবস্থা করিবে;

(খ) উক্ত আরোহীকে বিমান হইতে নামাইয়া দিবার বা সমর্পণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ দিবে; এবং

(গ) উক্ত আরোহীকে নামাইয়া দেওয়া বা সমর্পণের পর তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে।

কোন আরোহীকে বিমান হইতে নামাইয়া দেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব

৫। (১) কোন আরোহীকে ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীনে কোন বিমান হইতে বাংলাদেশে নামাইয়া দেওয়া বা সমর্পণ করা হইলে, যথাযথ কর্তৃপক্ষ-

(ক) সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে একটি প্রাথমিক তদন্ত করিবে;

(খ) উক্ত আরোহী বাংলাদেশী না হইলে, তিনি যে দেশের নাগরিক সেই দেশের যথাযথ প্রতিনিধির সহিত যোগাযোগ করার ব্যাপারে তাহাকে সহায়তা করিবে;

(গ) উক্ত ব্যক্তির সমর্পণ এবং যে সকল কারণে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা গ্রেপ্তারকৃত রাখা প্রয়োজন সেই সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত দেশগুলিকে অবহিত করিবে, যথা:-

(অ) যে কনভেনশনভুক্ত দেশে বিমানটি নিবন্ধনকৃত হইয়াছে সেই দেশ;